গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
www.mocat.gov.bd

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

বাংলাদেশকে একটি অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব এবং আকষর্ণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেব উন্নীতকরনের অভিলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। দেশের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের-এভিয়েশন ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের যাবতীয় দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছয়টি সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিমান পরিবহনে নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য এভিয়েশন সুবিধাদি প্রদান এবং দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহ বহুমাত্রিকীকরণ ও দেশী-বিদেশী পর্যটকদের উন্নতমানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার অভিপ্রায়ে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যে সকল উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড সম্পাদন করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো। এছাড়া বর্তমান অর্থ বছরের অক্টোবর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া হলো।

২। উন্নয়ন প্রকল্প:

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় প্রান্তিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, মাস্টারপ্ল্যানিং, বেসিক ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন এবং ঠিকাদার নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দরপত্র দলিলাদি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জাইকার অর্থায়নে উক্ত বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ বাস্তবায়নের জন্য জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Minutes of Meeting (MoM) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আকাশ পথে দেশের উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রাডার, যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর এবং ডিএমই সংস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপনের জন্য ৭৩৯৭.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সিকিউরিটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান "রেডলাইন এভিয়েশন সিকিউরিটি লিমিটেড"-কে নিরাপত্তা পরামর্শক হিসেবে ২(দুই) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১১৯৩.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মবিলাইজেশন ও সাইট প্রিপারেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর বিধি অনুযায়ী বরিশাল বিমানবন্দরের ফায়ার ক্যাটাগরি রক্ষার্থে ৫,৫০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতার ১টি ফায়ার ফাইটিং গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে।

৩। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজসমূহ: বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (প্রধান কার্যালয়সহ) (১) সার্ভার রুম স্থাপন; (২) সার্ভার র‍্যাক ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন (যেমন : ১০ টন এসি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, ডিজিটাল একসেস কন্ট্রোল ডিভাইস); (৩) ১টি ওয়েব সার্ভার, ১টি নেটওয়ার্ক সার্ভার, একটি ডাটাবেইজ সার্ভার ও একটি ব্যাকআপ সার্ভারসহ মোট ৪টি সার্ভার স্থাপন; (৪) নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য CISCO Brand-এর অত্যাধুনিক রাউটার স্থাপন; (৫) Network Data Flow ঠিক রাখার জন্য SAN Switch, Manageable LAN Switch, DMZ Switch I Bandwidth Controller স্থাপন; (৬) তথ্য সংরক্ষণের জন্য ১টি স্টোরেজ ডিভাইস স্থাপনের কাজ চলমান; (৭) সার্ভার সচল রাখার জন্য ২টি অনলাইন ইউপিএস স্থাপন; (৮) নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ১৫ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি অটোস্টার্ট জেনারেটর স্থাপন; (৯) নিরাপত্তার জন্য সার্ভার রুমের প্রবেশমুখে ও অভ্যন্তরে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন; (১০) দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা জন্য ৫০ এমবিপিএস ও ২০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ; (১১) এনএইচটিটিআই ও হোটেল অবকাশের প্রতিটি কম্পিউটারে Physical Internet Connectivity স্থাপন, Wifi Internet সংযোগ প্রদান; শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে বারকোড স্ক্যানারসহ নতুন কম্পিউটার সরবরাহ, বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে প্রোজেক্টর ও স্ক্রিনসহ ল্যাপটপ প্রদান, প্রতিটি হোটেল/মোটেলে CAT-6 UTP Cable-এর মাধ্যমে LAN সংযোগ প্রদান এবং Fiber Optics Cable-এর মাধ্যমে Internet Backbone সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

চলমান পাতা-২

৪। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

(১) চট্টগ্রামে ১৫৪ কক্ষবিশিষ্ট মোটেল সৈকত নির্মাণ ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালুকরণ;

(২) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)-এর এমপি-২১০০ প্রজেক্ট ডকুমেন্টের আওতায় রেগুলেটরি বিষয়সমূহের উন্নয়ন ও সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক সেবা শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে;

(৩) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় প্রান্তিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের অনুকূলে পরামর্শক সেবা প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে;

(৪) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ সালে বোয়িং কোম্পানি হতে দুটি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে;

(৫) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ বাস্তবায়নের জন্য জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Minutes of Meeting (MoM) স্বাক্ষরিত হয়েছে;

(৬) চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রাডার, যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর এবং ডিএমই সংস্থাপন করা হয়েছে;

(৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

(৮) বিমানবন্দরে উড়োজাহাজের নিরাপদ অবতরণে সহায়তার জন্য শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে;

(৯) ফ্লাইট সম্পর্কিত তথ্যাদি যাত্রীদেরকে নির্ভুলভাবে প্রদানের জন্য শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম (এফআইডিএস) আপগ্রেড করা হয়েছে;

(১০) বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও পাইলটদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সির ত্রুটি নিরসনের জন্য ভিএইচএফ ডিটেক্টশন ফাইন্ডার ক্রয় করা হয়েছে;

(১১) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও পাইলটদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন ভয়েস কন্ট্রোল কমিউনিকেশন সিস্টেম (ভিসিসিএস) ক্রয় করা হয়েছে;

(১২) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট কার্গো ভিলেজের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০০০ টি প্যালেট ক্রয় এবং অন্যান্য বিমানবন্দরে ১৭৫ টি সিসিটিভি ক্যামেরা সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে;

(১৩) আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর বিধি অনুযায়ী বরিশাল বিমানবন্দরের জন্য ৫০০ লিটার ধারণক্ষমতার ১টি ফায়ার ফাইটিং গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে;

(১৪) বরিশাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৫০০ Rft. সিকিউরিটি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে;

(১৫) সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৬০০০ Rft. সিকিউরিটি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এবং

(১৬) সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২০০ ফুট এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২১৬০ ফুট সিকিউরিটি পেট্রোল রোড নির্মাণ করা হয়েছে।

৫। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প:

১। চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকত কম্পাউন্ডে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ এবং কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের সংস্কার প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।

২। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)-এর এমপি-২১০০ প্রজেক্ট ডকুমেন্টের আওতায় রেগুলেটরি বিষয়সমূহের উন্নয়ন ও সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক সেবা শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং

৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় প্রান্তিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের অনুকূলে পরামর্শক সেবা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ১ জুলাই হতে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ:

১। আকাশ পথে দেশের ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটানোসহ বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন এবং এভিয়েশন সেক্টরে রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর" নির্মাণ প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য জাপানী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Nippon Koei Co.Ltd এর সাথে বিগত ২১-০৯-২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে।

২। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো বিমানের পার্কিং ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ১৮-০৯-২০১৬ তারিখে ঠিকাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তব কাজ শুরু করা হয়েছে।

৩। নিরাপদ বিমান চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে জাইকার অনুদান অর্থায়নে চলমান 'বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর, ডিএমই সংস্থাপন করা হয়েছে এবং যশোর বিমানবন্দরে ডিভিওআর, ডিএমই সংস্থাপন কাজ শুরু করা হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড:

১। কুয়ালালামপুরে সাপ্তাহিক ফ্লাইট ৭টি থেকে ১১টি, জেদ্দায় ৬টি থেকে ৭টি, সিংগাপুরে ৬ টি থেকে ৭টি, ব্যাংককে ৫টি থেকে ৭টি, কোলকাতায় ৭টি থেকে ১৪টি, রিয়াদে ৫টি থেকে ৬টি এবং মাসকাটে ৬টি থেকে ৭টিতে সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি উন্নীত করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ বিমান নিজস্ব উড়োজাহাজ দ্বারা ২০১৬ সালে হজ্জকালীন সময়ে মোট ১,০১,৮২৭ জন হজ্জযাত্রীর মধ্যে ৪৯,৫৪৫ জন হজ্জযাত্রী পরিবহন করেছে।

৩। ২০১৬ সালের হজ্জকালীন সময়ে সিডিউল ফ্লাইট স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে মিয়াট মঙ্গোলিয়ান এয়ারলাইন্স হতে ১টি বোয়িং ৭৬৭-৩০০ উড়োজাহাজ ওয়েট লিজ ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন:

১। পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন: পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩.৩৬ একর জমি নির্বাচন এবং লেআউট প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু দায়িত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন : সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকায় স্থানীয় জনগণের মাঝে পর্যটন সচেতনতাসহ তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১.০০ (এক) কোটি টাকায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৩। দেশের সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন প্রকল্প : দেশের পর্যটন সম্ভাবনাময় ১২টি স্থানসমূহে পর্যটন সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি স্থানের ফিল্ড ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান পাতা-২

পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

১। এনসিসির ৬টি বিষয়ে, ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল সেফ, এনটিভিকিউএফ বেকিং লেভেল-২ এ ২৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট সফলতার সাথে শেষে হসপিটালিটি ইন্ডাষ্ট্রিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে কর্মে নিয়োজিত আছে।

২। মহিলাদের জন্য স্পেশাল কুকারি এন্ড বেকারি, ফুড হাইজিন এন্ড সেনিটেশন, স্পেশাল বেকারি কোর্সে মোট প্রায় ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষ করছেন।

৩। এ ছাড়া কাস্টমাইজড কোর্সের আওতায় এনএইচটিটিআই এর ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসে, রাজউক, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এর সর্বমোট ২৬ জন হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

৪। বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সার্ভিস (বিএফসিসি) তে এনএইচটিটিআই এর শেফ ও বেকারিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্টে কর্মরত আছে।

৫। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৫০ জন নবীন কুটনীতিকদের এনএইচটিটিআইতে পর্যটন ও মেন্যু প্লানিং, টেবিল সেটআপ, টেবিল প্রিপারেশন এবং অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়েছে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম

১। Automation এর আওতায় পর্যটনের সকল ইউনিটকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।

২। ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ হিসেবে উদযাপনের জন্য Event Calendar অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষা আছে।

৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বইমেলাসহ অন্যান্য মেলা ও অনুষ্ঠানাদিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে এবং পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকাশনা তুলে ধরে।

৪। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ তুলে ধরতে সম্প্রতি ''Explorer of Tourism Bangladesh Parjatan Corporation'' নামে একটি ভিডিও চিত্র তৈরি পূর্বক প্রচার করা হচ্ছে।

৫। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর সহায়তায় বিভাগওয়ারী ''বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ'' শীর্ষক সচিত্র তথ্য পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের উপর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং খুলনা বিভাগের উপর পুস্তিকা প্রকাশের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৬। 'হৃদয়ের রংধনু' শীর্ষক একটি পর্যটন কেন্দ্রিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৭। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সকল দূতাবাস ও মিশনসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রচার সামগ্রী পাঠানো হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

৮। ই-টেন্ডার চালুকরণঃ ৩টি ই-টেন্ডার কার্যক্রম সফলতার সহিত সম্পন্ন করা হয়েছে। আরোও ৩টি ই-টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯। অনলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম প্রবর্তন;

১০। এনএইচটিটিআই-এর ভর্তি কার্যক্রম অনলাইন পদ্ধতিতে আনয়ন;

১১। হোটেল ও রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশনের আওতায় আনয়ন;

১২। সদ্য চালুকৃত ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা ''সোনার বাংলা এক্সপ্রেস'' ট্রেনে যাত্রীদের ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান। এ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে গড় আয় ২৫.০০ (পচিশ) লক্ষ টাকা বৃদ্ধি।

১৩। মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় ঈগল ও ময়ুরী নামক দুটি রেস্তোরাঁ চালুর মাধ্যমে চিড়িয়াখানায় আগত পর্যটক/ দর্শনার্থীদের ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান। এ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে গড় আয় ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা বৃদ্ধি।

চলমান পাতা-৩